খেলাপি ঋণ ৫ লাখ কোটি ছাড়াল, এক বছরে বৃদ্ধি ৩ লাখ কোটির বেশি



সংগৃহীত ছবি

বাংলাদেশে ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ অস্বাভাবিক হারে বেড়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার ৪২৮ কোটি টাকা, যা ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণের প্রায় ৩০ শতাংশ। এক বছরের ব্যবধানে এই ঋণ বেড়েছে ৩ লাখ ১৯ হাজার কোটি টাকা বা প্রায় ১৫১ শতাংশ। নীতিসহায়তা ও অনিয়ম, অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং আর্থিক শৃঙ্খলার অভাবই এই সংকট ঘনীভূত হওয়ার মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের ভয়াবহ চিত্র সামনে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, জুন ২০২৫ পর্যন্ত খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার ৪২৮ কোটি টাকা, যা দেশের ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণের প্রায় ৩০ শতাংশ। আর এক বছরে এই খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩ লাখ ১৯ হাজার কোটি টাকা, যা ১৫১ শতাংশ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে এই হিসাব তৈরি করেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, পূর্ববর্তী সরকার আমলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতিসহায়তার নামে খেলাপি ঋণ গোপনের সুযোগ দিয়েছিল। অনেক বড় ঋণগ্রহীতা কৌশলে ঋণসীমা বাড়িয়ে কিংবা নতুন নামে ঋণ নিয়ে পুরনো দায় ঢাকার ব্যবস্থা করতেন। সরকারের পরিবর্তনের পর এসব অনিয়মের সুযোগ বন্ধ হওয়ায় প্রকৃত খেলাপি চিত্র সামনে এসেছে।

ঋণ শ্রেণিকরণেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগে ছয় মাস অনাদায়ে ঋণ খেলাপি গণ্য হতো, তবে ২০২৫ সালের মার্চ থেকে সময়সীমা পেরোলেই পরদিন ঋণটি মেয়াদোত্তীর্ণ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এতে খেলাপি ঋণের সংখ্যা ও পরিমাণ দ্রুত বেড়েছে।

অর্থনীতির চাপে অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য মুখ থুবড়ে পড়েছে। শিল্প কারখানার মালিকদের কেউ কেউ এখন কারাগারে, কেউবা পলাতক। এর ফলে অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে, আর কিছু লোকসানে রয়েছে। এ অবস্থায় ব্যাংকগুলো আশানুরূপ ঋণ আদায় করতে পারছে না।

খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির ফলে ব্যাংক খাতে মূলধন ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ফলে বহু ব্যাংকের মুনাফা কমে গেছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, যদি দ্রুত কাঠামোগত সংস্কার এবং শক্তিশালী নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা না হয়, তাহলে দেশের ব্যাংকিং খাত আরও গভীর সংকটে পড়বে